# বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

DECLARATION

I declare that the thesis entitled "বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ" has been prepared by me under the guidance of Dr. Surya Lama, Assistant Professor of 'Department of Bengali', University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Piyali Das

.......................................

PIYALI DAS
Department of Bengali,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur, Darjeeling,
West Bengal, Pin. 734013.
Date: 13. 10. 2023

ড. সূর্য লামা
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

"সমানো মন্ত্র: সমিতি: সমানী"
Accredited by NAAC With grade B++

রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
www.nbu.ac.in
suryalamanbu@gmail.com
৯৭৪৯৭৯৯৬৪১

স্মারক সংখ্যা

তারিখ 13.10.2023

CERTIFICATE

I certify that **piyali Das** has prepared the thesis entitled **"বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ"**, for the award of Ph.D. degree of the 'University of North Bengal', under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

..................

(Supervisor)
Dr. SURYA LAMA
Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

**Assistant Professor**
**Department of Bengali**
**University of North Bengal**

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

| | |
|---|---|
| *Selected Language* | Bangla |

*Submission Information*

| | |
|---|---|
| Author Name | Piyali Das |
| Title | Bangla sahitye malo jati o sanskriti prosongo |
| Paper/Submission ID | 1011003 |
| Submission Date | 2023-10-09 13:42:15 |
| Document type | Thesis |

*Result Information*

| | |
|---|---|
| Similarity | **1%** |

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

Piyali Das
13.10.2023

13/10/2023

Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

## মুখবন্ধ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতোকোত্তর পাঠক্রমে বিশেষ পত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে কেবল বিস্মিত হয়েছিলাম সেই প্রথম পাঠে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালোদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন রকমের লোকাচার প্রথম থেকেই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপর এম.ফিল. করার সময় আমার গবেষণার বিষয় ছিল নির্বাচিত তিনটি বাংলা উপন্যাসে পদ্মা : একটি সমীক্ষা। এরপর এম.ফিল. শেষ হওয়ার পরে যখন গবেষণা-কাজের বিষয় নিয়ে ভাবছি, সেই সময় মালো জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার পরামর্শ দেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনয় ভবনের অধ্যাপক ড. প্রহ্লাদ রায়। মালো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন, লেখকদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে, তাদের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং প্রাথমিক পড়াশোনা করে এবং তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনা করে মালো জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

'বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' শীর্ষক এই গবেষণাকর্মটি যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরত আদেশ-উপদেশ দান করে সম্পাদন করিয়েছেন, তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. সূর্য লামা মহাশয়। প্রতিটি অধ্যায়ের খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তি বারংবার শুধরে দিয়েছেন তিনি। তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও এই গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকগণ। এই গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অতনু শাশমল মহাশয়। নানা উপদেশ, সুপরামর্শ, বইপত্র, পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন রণবীর সিংহ বর্মণ, দিগেন বর্মণ, সূর্যেন্দু দে, প্রহ্লাদ রায়। এইসব ব্যক্তিরা এমন কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, যেগুলি তাদের সহায়তা ছাড়া আমার নাগালে কোনোভাবেই আসত না। আমার গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়ে ঝন্টু হালদার, প্রভাস বিশ্বাস, সূর্য হালদার প্রমূখ ব্যক্তিরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মৎস্যজীবী বিভাগের সহ পরিচালক অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন সহ পরিচালক অশোক সরকার বিভিন্ন তথ্য ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সৌজন্যমূলক কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরিবর্তে এঁদের সকলের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা অর্পণ করি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করেছি। কলেজ স্ট্রিটের অনেক

পুরনো দোকান থেকে পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক-বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রের জোগান দিয়েছেন। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের মতো করে আন্তরিক সাহায্য করেছেন। এছাড়া বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব, পরিজনবর্গ প্রত্যেকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করি।

অক্টোবর, ২০২৩ পিয়ালী দাস